নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা রোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা দরকার

বর্তমানে দেশে হত্যা, ধর্ষণ, দলগত ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, অ্যাসিড নিক্ষেপসহ নানা ধরনের নারী নির্যাতনের একটা ভয়াবহতা চলছে। শিশু-কিশোরী-যুবতী-প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা, আদিবাসী-বাঙালি, ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে নারীমাত্রকেই আজ নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। নারীর অগ্রগতি রহিতকরণ এবং তাদের গৃহবন্দি করে ফেলতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এ এক মরিয়া অপচেষ্টা। এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজ, নারী ও মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমানুষ নানাভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করছে। গণমাধ্যম ও নানা ফোরামে বিষয়টি নিয়ে লাগাতার চিন্তাচর্চা চলছে। সমাধানের নানা পথ ও পন্থাও বেরিয়ে আসছে। কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। প্রতিদিনই নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে আমাদের নারীদের।

দেশে সব ধরনের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন আছে, আইন প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে, প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট লোকবল আছে; এরপরও এ সংক্রান্ত হাজার হাজার অভিযোগ নিষ্পত্তিহীনভাবে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে দেখা যায়। কেন এমন হয়, আমরা তার কিছুটা জানি-বুঝি, যদিও সবটুকু নয়। হয়ত কাঠামোর স্বল্পতা, লোকবলের অপর্যাপ্ততা, গুরুত্বক্রমে নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলার অগ্রাধিকার না-পাওয়া, অনাগ্রহ, ইত্যাদি এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। কে জানে, গোপনে হয়ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে লেনদেনের ঘটনাও এক্ষেত্রে ঘটে থাকে। কারণ যাই হোক, এর ফলাফল সর্বাবস্থায়ই নারীর বিরুদ্ধে যায়। অপরাধের শিকার নারী যেমন বিচার পান না, তেমনি অভিযুক্তরা এবং তাদের পার পেয়ে যেতে দেখে অন্যরা আরো আরো অপরাধ সংঘটনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহস পায়। কাজেই বিদ্যমান আইন, কাঠামো, লোকবল, ইত্যাদির সুফল পেতে হলে সর্ষের ভেতরের ভূতটি তাড়ানো খুব জরুরি।

সাংবিধানিকভাবে নারী রাষ্ট্রের সমমর্যাদার নাগরিক। কাজেই তার স্বাভাবিক বিকাশ, অবাধ বিচরণ ও কর্মচাঞ্চল্যকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করে তোলা রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ সবার দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সক্ষম না-হলে সমুদয় রাষ্ট্রীয় তৎপরতাকে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করা যায়। সাংবিধানিক শর্ত কাগুজে ঘোষণামাত্র নয়, রাষ্ট্রকে অবশ্যই তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীর প্রতি সহিংসতার বর্তমান ভয়াবহতাকে দুর্যোগ সমতুল্য ঘটনা বিবেচনা করে সরকার ও সংসদের প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ নির্দেশনা জারি করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

আমরা বিস্মিত হই, নারীর প্রতি ব্যাপক সহিংসতা চলমান থাকার এই সময়ে একাধিকবার জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসলেও নাগরিকদের অর্ধেক অংশ নারীসমাজের প্রত্যক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট এই জরুরি বিষয়টিতে কোনো নির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নি, কোনো কোনো সদস্য বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। অথচ দেশের বর্তমান দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করে সামগ্রিক সমাধান খুঁজে বের করতে জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগী হওয়া অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। সংসদে তাঁরা আলোচনা করে চিহ্নিত করবেন, সরকারের কোন কোন মেশিনারিজকে আরো শক্তিশালী করা দরকার— অর্থাৎ এজন্য নতুন আইন দরকার আছে কি না; জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে কি না; সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহে জনবল বাড়াতে হবে কি না; নারী নির্যাতনের মামলা দ্রুত বিচার আইনের আওতায় আনতে হবে কি না; শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্টদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা দরকার কি না; পরিবারের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চা চালু করতে কী কী কার্যক্রম হাতে নেয়া দরকার; বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কার কী দায়িত্ব পালন করা দরকার; ইত্যাদি।

নারী-পুরুষ জনগণ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের সংসদে পাঠিয়েছে। এই বিপর্যয়কালে জনগণের পাশে দাঁড়াতে না-পারলে আমাদের খরুচে সংসদের প্রতি আস্থা কমতে থাকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবহেলিত মনে হয়।

মহান জাতীয় সংসদ তার ভূমিকা পালনে কার্যকর হবে এই দাবি আজ নারীসমাজের।